W.B. HUMAN RIGHTS
COMMISSION
KOLKATA-27

File No. 216 /WBHRC/SMC/2017

Date: 07 09.2017

Enclosed is the news item appearing in 'Statesman' a Bengali daily dated 06.09.2017, captioned 'জলাতঙ্কের টীকা নিতে গিয়ে দুর্ভোগ চন্দননগরের রোগীদের'

Principal Secretary, Health & Family Welfare Department, Govt. of West Bengal is directed to furnish a report by 12th October, 2017.

7/9/17
(Justice Girish Chandra Gupta)
Chairperson

(Naparajit Mukherjee) 7/9/2017
Member

7/9/17
(M.S. Dwivedy)
Member

Encl: News Item Dt. 06. .09. 17

Ld. Registrar to keep NHRC posted about cognizance taken on the subject by WBHRC and to send a copy of the order to concerned news paper.

SDB

লোনিতে মঙ্গলবার শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠা
ামপদ বেরা ও তৃণমূল কংগ্রেস নেতা নিশীথ চক্রবর্তী প্রমুখ।

জলাতঙ্কের টীকা নিতে গিয়ে দুর্ভোগ চন্দননগরের রোগীদের

নিজস্ব সংবাদদাতা, হুগলি, ৫ সেপ্টেম্বর—চন্দননগর হাসপাতালে ইঞ্জেকশান না থাকায় কুকুরে কামড়ানোদের পাঠানো হল চুঁচুড়া হাসপাতালে। কিন্তু যেহেতু তারা চন্দননগর হাসপাতালের রোগী তাই তাদের চুঁচুড়া হাসপাতালে ইঞ্জেকশান দেওয়া হল না। মঙ্গলবার এভাবেই চরম হেনস্থার শিকার হলেন বেশ কয়েকজন। মঙ্গলবার সকালে এমনই ঘটনা ঘটেছে চুঁচুড়া ইমামবাড়া সদর হাসপাতালে। পুষ্পিতা চ্যাটার্জি, পলি নায়েক সহ বেশ কয়েকজন রোগীকে এদিন চুঁচুড়া হাসপাতালের জরুরি বিভাগের সামনে নাওয়া-খাওয়া ভুলে বসে থাকতে দেখা যায়। তাঁদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, কুকুরে কামড়ানোর টীকা নিতে এসেছেন। কারোর বাকি একটি, কারোর বা দু'টি কারোর আবার এটিই প্রথম। কিন্তু কারোরই হচ্ছে না। যদিও এদিনই সকলের ইঞ্জেকশানের দরকার, অন্য যারা ইঞ্জেকশান নিতে বসে আছেন তাঁরা সকলেই চন্দননগরের বাসিন্দা। সেইমতো তাঁরা এদিন সকালে চন্দননগর মহকুমা হাসপাতালে গিয়েছিলেন। কিন্তু সেখানে টিকা না থাকায় চুঁচুড়া হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেইমতো তারা চুঁচুড়া সদর হাসপাতালের বহির্বিভাগের লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে টিকিটও করিয়ে ছিলেন। চিকিৎসককে দেখানো পর্যন্ত সব ঠিকঠাকই ছিল। কিন্তু ইঞ্জেকশানের জন্য নির্দিষ্ট ঘরে যেতেই মেলে চোখ রাঙানি। বলা হয়, 'চন্দননগরের বাসিন্দা হয়ে চুঁচুড়া হাসপাতালে ইঞ্জেকশান নিতে কেন এসেছেন? এখানে হবে না, বেরিয়ে যান।' চন্দননগরে এই ইঞ্জেকশান না থাকায় এখানে পাঠানো হয়েছে বলাতে ইঞ্জেকশানদাতা জানান, তিনি কিছু করতে পারবেন না, সুপারের সঙ্গে দেখা করার পরামর্শ দেন তিনি। কিন্তু সুপার তখনও না আসায় সহকারি সুপারের সঙ্গে দেখা করায় তিনিও একই কথা জানিয়ে দেন। প্রায় ঘন্টা দু'য়েক বাদে সুপার এলেও প্রথমে একইভাবে রোগীদের জানিয়ে দেন এখানে ইঞ্জেকশান দেওয়া হবে না। চাপে পড়ে তাঁদের চুঁচুড়া হাসপাতালেই ইঞ্জেকশান দেওয়া হয়।